যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

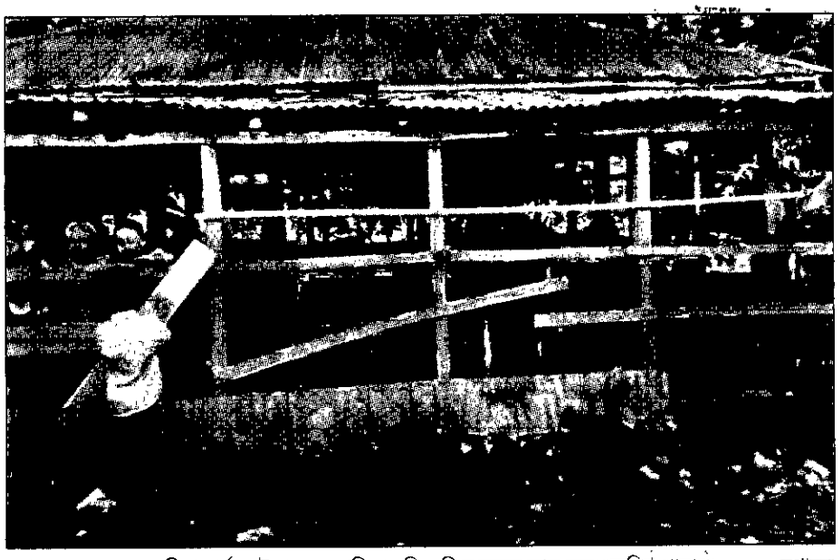

ভোলার লালমোহন দক্ষিণ-পূর্ব চরউমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে মুরগির খামারে যুগান্তর

মুরগির খামারে পাঠদান

মো. জসিম জনি, *লালমোহন (ভোলা) থেকে*

লালমোহন উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব চরউমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে মুরগির খামারে। ওই বিদ্যালয়ে একতলা একটি ভবন থাকলেও তা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় দুই বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর ফলে বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে বিপাকে পড়ে কর্তৃপক্ষ। পরে সেখানকার একটি পরিত্যক্ত মুরগির খামারের মধ্যে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। তাও মাসে ভাড়া দিতে হয় দুই হাজার টাকা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মুরগির খামারের মধ্যে ক্লাস করতে তাদের খুবই খারাপ লাগছে। তবুও বিকল্প না থাকায় তারা এভাবে কষ্ট করে ক্লাস করছে। তাছাড়া বৃষ্টি হলে পানি পড়ে বই খাতা ভিজে যায়। বিদ্যালয়টি লালমোহন রমাণঞ্জ ইউনিয়নের হাফিজ উদ্দিন বাজারের কাছে অবস্থিত। দুই বছর ধরে এভাবে ক্লাস চললেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেয়নি। গত মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শামছুল আরিফ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সহায়তায় স্কুল টিফিন চালু করতে গেলে বিদ্যালয়টির এই দুরবস্থা নজরে আসে। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তত পৃথক একটি টিন সেড ঘর নির্মাণ করে ক্লাস নেয়ার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে ১ লাখ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম জানান, আমরা প্রায় ২ বছর ধরে ২০০ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে এই এলাকার ভুট্টু নামক জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে এই মুরগির খামারটি মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাড়া দিয়ে তার ভেতরেই ক্লাস করে আসছি। এতে করে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমাদের। বিদ্যালয়ে ভালো ভবন না থাকায় ছাত্রছাত্রীদেরও উপস্থিতি অনেকটাই কম। তাই আমি ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে একটি ভবন বরাদ্দের দাবি করছি ওপর মহলের কাছে। খুব তাড়াতাড়ি যেন এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি ভবন বরাদ্দ করা হয়। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনোয়ার রাব্বি সিকদারের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, কিছু দিন আগেই উপজেলা নির্বাহী অফিস থেকে বিদ্যালয়টির জন্য ১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই টাকা হাতে পেলে বিদ্যালয়টির জন্য একটি টিনশেড ঘর তৈরি করা হবে। এতে অনেকটাই কমবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ হোসেন জানান, এ বিদ্যালয়টি নিয়ে পৃথকভাবে উপজেলা প্রকৌশলী ও শিক্ষা অফিসের যৌথ স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দ্রুত ভবন নির্মাণের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।